গাংনীতে সম্পত্তি হাতিয়ে নেয়ার প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন

মেহেরপুরের গাংনীর ছাতিয়ান গ্রামে ভুয়া কমিশন করে স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি হাতিয়ে নেয়ার প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন করেছেন শাহিন নামের এক ব্যাক্তি। শনিবার বিকেলে ছাতিয়ান ব্রিক ফিল্ডে এ সংবাদ সম্মেলন করা হয়।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, তার পিতা সাবেক সেনা সদস্য জবেদ আলী স্ট্রোক জনিত কারণে প্যারালাইজ্ড ও বাকশক্তিহীন। চিকিৎসার কথা বলে তার বৈমাত্রিক বোন সেলিনা খাতুন ও লিলি খাতুন ভুয়া কমিশন করে গত ১৬-১০-২০২২ ইং তারিখে গাংনী সাব রেজিস্ট্রি অফিসের মাধ্যমে স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি রেজিস্ট্রি করে নেয়। যার দলিল নং- ৮০৭৯/২২। দলিলে সম্পত্তির মধ্যে রয়েছে মাঠ কবর স্থান ও বাড়িঘর। আর এতে সনাক্তকারী হিসেবে রয়েছেন জনৈক তরিকুল ইসলাম।

শাহিন আরো জানান, তার পিতা জবেদ আলী একজন শিক্ষিত ও সামরিক বাহিনীর সদস্য। কোন কমিশন করতে হলে নিজ বাসস্থানে উপস্থিত হয়ে ও তার সকল ওয়ারিশদের সম্মতিতে ভাগ বন্টন হতে হবে। অথচ বাসস্থানে উপস্থিত না হয়ে কোন তদারকি ও তদন্ত ছাড়াই স্ত্রী ও দুই সন্তানকে বঞ্চিত করে কমিশন করে রেজিস্ট্রি করেছেন সাব-রেজিস্টার। এতে জবেদ আলীর স্ত্রী ও তার দুই সন্তান সম্পদ থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। তারা সম্পত্তি ফিরে পেতে ও ভুয়া দলিল বাতিলের আহবান জানান।

সংবাদ সম্মেলনে স্থানীয় ইউপি মেম্বর হাফিজুল জানান, জবেদ আলীর দুই স্ত্রী। জবেদ আলী অসুস্থ হবার পর উভয় স্ত্রীর সন্তানরা চিকিৎসা করছেন। চিকিৎসার জন্য দুই মেয়ে তার বাবাকে তাদের জিম্মায় রেখে অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে কমিশন করে সব সম্পত্তি হাতিয়ে নিয়েছে। এটি অন্যায় ও বড় ধরণের অপরাধ। সম্পত্তি হাতিয়ে নেয়ার পর দুই বোন ও তার লোকজন স্ত্রী ও দুই ছেলেকে বাড়ি থেকে বের করে দেয়ার চেষ্টা করছেন ও নানা ভাবে হুমকী দিচ্ছেন। ওই দুই বোনের সাথে বারবার যোগাযোগ করেও কোন কর্ণপাত করেনি তারা।

গ্রামবাসিরা জানান, জবেদ আলী ছিলেন একজন শিক্ষিত ও মার্জিত ব্যক্তি। সে তার কোন সন্তানকে বঞ্চিত করতে পারেন না। এখন তিনি কথা বলতে না পারায় সুযোগটি হাতিয়ে নিয়েছেন তার সুচতুর দুই মেয়ে।

কমিশনও প্রশ্নবিদ্ধ। আসল দলিলে জবেদ আলীর স্বাক্ষর থাকার কথা থাকলেও টিপ সহি দেয়া রয়েছে। তা ছাড়া জবেদ আলী কোন কথা বলতে পারেন না। হলফ নামায় তার দুই সন্তান ও এক স্ত্রীর নাম দেয়া নেই। ওয়ারিশ পত্রটিও সঠিক নয় বলে দাবী করেছেন তারা।

সংবাদ সম্মেলনে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও গ্রামবাসি উপস্থিত ছিলেন।

চুয়াডাঙ্গা ওয়েভ ফাউন্ডেশনের সংবাদ সম্মেলন

চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রেসক্লাবের সামনে গত ৭ জানুয়ারি ২০২৩ সকাল ১১ টার সময় ওয়েভ ফাউন্ডেশনের ৫১৪ কর্মী চাকরীচ্যুত মানববন্ধন ও বিক্ষোভ সমাবেশের প্রতিবাদস্বরূপ ও তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করে চুয়াডাঙ্গা ওয়েভ ফাউন্ডেশন কর্তৃক সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বিগত ৭ ই জানুয়ারি ২০২৩ বেলা ১১ টার দিকে চুয়াডাঙ্গা প্রেসক্লাবের সামনে নারী-পুরুষ কিশোর মিলে এক মানববন্ধন করে যাদের হাতে সংস্থার নির্বাহী পরিচালক বিরোধী বক্তব্য সম্বলিত বিভিন্ন ব্যানার ফেস্টুন ছিল।সেইসাথে মানববন্ধনে সংস্থা ও সংস্থার প্রধান নির্বাহী পরিচালক মহসিন আলীর বিরুদ্ধে বিভিন্ন প্রকার অভিযোগ উপস্থাপনা ও তার ছবি পুড়িয়ে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করে । মানববন্ধনরত কর্মীরা অভিযোগ করে বলেন বিগত তিন বছরে সংস্থা কতৃক অকারণে ৫১৪ জন কর্মীকে চাকরীচ্যুত করে এবং মানববন্ধনে অংশগ্রহণকারীরা চুয়াডাঙ্গা জেলার জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে চুয়াডাঙ্গা ওয়েভ ফাউন্ডেশন কর্তৃক আয়োজিত চুয়াডাঙ্গা মালো পাড়াতে অবস্থিত ওয়েভ ট্রেনিং সেন্টারে বেলা এগারোটার সময় ফাউন্ডেশন এর গভর্নিং বোর্ড ও ওয়েভ ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তাবৃন্দ সংবাদ সম্মেলন করে।

সংবাদ সম্মেলনে ওয়েভ ফাউন্ডেশনের পরিচালক ইফতেখার হোসেন বলেন, সংস্থার প্রাক্তন উপ-নির্বাহী পরিচালক আনোয়ার হোসেনের অব্যাহতির প্রাসঙ্গিক বিষয় সমূহ উল্লেখ করে বলেন ২০১৯-২০

অর্থবছরের সংস্থান কর্মসূচির প্রথম লোকসান হয়। এর প্রেক্ষিতে ২০২০ সালের জুলাই থেকে নির্বাহী পরিচালক সরাসরি ঋণ কর্মসূচির তদারকি করতে থাকেন এবং অক্টোবর মাসে প্রাক্তন উপ-নির্বাহী পরিচালক এর মাঠ পর্যায়ে দায়িত্ব কমিয়ে দিয়ে পরিচালক কফিল উদ্দিনকে কর্মসূচির দায়িত্ব প্রদান করেন। তখন থেকে মুলত আনোয়ার হোসেন বিভিন্ন ভাবে ক্ষুদ্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে কফিল উদ্দিনসহ অন্যান্য কর্মকর্তা ও নির্বাহী পরিচালকের বিরুদ্ধে মনিটরিং এর মানে চাকরি চলে যাচ্ছে বলে মিথ্যা প্রচারণা শুরু করেন। গত ১৫ ই অক্টোবর ২০২২ গভর্নিং বোর্ডের ১৩৬ তম সভায় সংস্থার উপ- নির্বাহী পরিচালক আনোয়ার হোসেনের সংগঠনবিরোধী সামগ্রিক কার্যক্রম পরিচালনার প্রেক্ষিতে আনোয়ার হোসেনের স্থলে পরবর্তী সম্ভাব্য নেতৃত্ব হিসেবে কাকে দায়িত্ব দেয়া যেতে পারে এ বিষয়ে আলোচনা হয় এর প্রেক্ষিতে চেয়ারম্যান এস এম টি সদস্যদের কাছে মতামত জানতে চাইলে উপস্থিত সকলের নাফিসা আলি নাম প্রস্তাব করেন এবং সকলে একমত পোষণ করেন।

এ সময় ওয়েভ ফাউন্ডেশনের উপ পরিচালক কানিজ ফাতেমা আরও বলেন, মানববন্ধনে সংস্থার নির্বাহী পরিচালক বিরোধী বক্তব্য ও সম্বলিত বিভিন্ন ব্যানার ফেস্টুন এবং ৪৫০-৫০০ জন চাকুরীচ্যুত সম্পূর্ণরুপে বানোয়াট ও মিথ্যা।

এ সময় তিনি ৪৫০-৫০০ জনের চাকুরীচ্যুত বিষয়ে বলেন, ২০১৯-২০২২ সালে সেচ্ছায় পদত্যাগ ৪২৮ জন, অবসর ১৯ জন,তহবিল তছরুপ এবং দায়িত্ব পালনে দূর্বলতা কারণে ১৬৭ জন, বাধ্যতামূলক অবসর ২, নারীর প্রতি সহিংসতা ও অনৈতিকতার কারণে ১৬ জন কে বাদ দেওয়া হয়।

ওয়েভ ফাউন্ডেশন-এর গভর্নিং বোর্ডের সদস্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, প্রফেসর সিদ্দিকুর রহমান,বীর মুক্তিযোদ্ধা ফজলুল হক, বীর মুক্তিযোদ্ধা মহসিন আলী, ডাঃ সাহিনুর হায়দার, নজরুল ইসলাম, বীর মুক্তিযোদ্ধা রাশেদুর নাহার, বীর মুক্তিযোদ্ধা বদরুল আলমসহ গভর্নিং বোর্ডের অন্যান্য সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সংবাদ সম্মেলনে ওয়েব ফাউন্ডেশনের পক্ষে আরও উপস্থিত ছিলেন ওয়েভ ফাউন্ডেশনের পরিচালক ইফতেখার হোসেন, উপ-পরিচালক কানিজ ফাতেমা, উপ-পরিচালক জহির রায়হান, সহকারী পরিচালক কিতাব আলী, সিনিয়র সমন্বয়কারী আব্দুস সালাম, সিনিয়র সমন্বয়কারী কামরুজ্জামান যুদ্ধ, এ্যাডভাইজার আব্দুস শুকুর,রিজিওন সমন্বয়কারী জিল্লুর রহমান সহ ওয়েভ ফাউন্ডেশনের বিভিন্ন ইউনিটের কর্মকর্তা বৃন্দ।

মেহেরপুরে অনলাইনে মেশিনারীজ ব্যবসায়ী দিপুর সংবাদ সম্মেলন

একটি বেসরকারি টিভি চ্যানেলের প্রকাশিত সংবাদের প্রতিবাদ জানিয়ে নিজেকে নির্দোষ দাবী করে সংবাদ সম্মেলন করেছে দেলোয়ার হোসেন ওরফে দিপু নামের এক মেশিনারীজ ব্যবসায়ী।

গতকাল দুপুরে মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাবে এ সংবাদ সম্মেলন করেন তিনি ।

তিনি বলেন, আমি অন্যের কার্ড দিয়ে সিম তুলেছি, এই কথাটা সম্পূর্ণ মিথ্যা। আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা ও ভিত্তিহীন তথ্য দিয়ে ফাঁসানোর জন্য এগুলো করা হয়েছে। আসল ঘটনাটা হল আপনারা সবাই জানেন যে, আমার অনলাইনের আউট সোর্সের বিজনেস আছে এবং আমার চারটা ইউটিউব চ্যানেল এবং একটা ফেসবুক পেজ আছে। যেগুলোর মাধ্যমে দিয়ে আমরা সারা বাংলাদেশে মেশিনারিজ প্রোডাক্ট সেল করে থাকি।

সেক্ষেত্রে বাইরে থেকে যারা আমাদের ভিডিওগুলো দেখে মেশিন অর্ডার দেয়। তারা সবাই আমাদেরকে নগদ বিকাশ অথবা রকেটের মাধ্যমে কিছু টাকা এডভান্স করে। যেমন পাঁচ হাজার, দশ হাজার, পনেরো হাজার ইত্যাদি আবার অনেকে ব্যাংকের মাধ্যমেও পাঠায়। আমরা সবাই জানি যে পার্সোনাল নগদ বিকাশ এবং রকেটে ২৫ হাজারের বেশি টাকা পাঠানো যায় না এবং মাসে দেড় লাখ টাকার বেশি লেনদেন করা যায় না। এক্ষেত্রে আমাদের প্রায় ১৫ থেকে ২০ টা নগদ বিকাশ এবং রকেটের পার্সোনাল একাউন্ট লাগে। যেগুলো দিয়ে আমরা টোটাল মাসটাকে কভার করতে পারি। যাতে লিমিটের কোন প্রবলেম না হয় কিন্তু আমাদের যে নগদ একাউন্টগুলো খোলা আছে তাতে আমাদের মাস কভার হচ্ছিল না। এর আগে আমার, মায়ের, বাবার ও স্ত্রীর আইডি কার্ড দিয়ে একাউন্ট খোলা হয়েছে।

একটা আইডি কার্ড দিয়ে একটার বেশি একাউন্ট করা যায় না। আমার ফুফাত ভাই সাইফুল ইসলামের আইডি কার্ড দিয়ে নগদ একাউন্ট খুলি। এবং সে অসুস্থ থাকায় ফল খাওয়ার জন্য ৫শ টাকা দিই। এটা আশে পাশের মহিলা জানতে পেরে আমার কাছে ৫শ টাকা করে দাবি করে। আমার পুরনো

অভ্যাসের কারণে তাদের তিনজনকে ৫শ করে টাকা দিই। যে টাকা দেওয়ায় আমার জন্য কাল হয়েছে। এই ভুলবোঝাবুঝিতে গ্রামের বেশ কিছু মহিলা থানায় গিয়ে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে। এর সুষ্ঠ তদন্ত চাই।

গাংনীতে মিথ্যা মামলা দিয়ে হয়রানীর প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন

গাংনীর বাঁশবাড়িয়া গ্রামে ডাকাতির নাটক সাজিয়ে ষড়যন্ত্রমুলকভাবে আওয়ামীলীগ যুবলীগের নেতাকর্মীদের নামে মিথ্যা মামলা দিয়ে হয়রানীমুলক কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে সংবাদ সম্মেলন করেছে স্থানীয় আওয়ামীলীগ নেতাকর্মী ও গ্রামবাসি।

আজ মঙ্গলবার বিকেলে বাঁশবাড়িয়া বাজারে এ সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সংবাদ সম্মেলনে এ ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ ও ষড়যন্ত্রকারীদের বিচার দাবী করা হয়।

স্থানীয় গ্রামবাসির পক্ষে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন, গাংনীর ১নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সাবেক সভাপতি মীর আব্দুল হামিদ। লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, গত ২২ নভেম্বর বাঁশবাড়িয়ার দক্ষিণ পাড়ার শরীফ হুজুর চক্রান্ত করে নিজ বাড়িতে ডাকাতীর নাটক সাজিয়ে আওয়ামীলীগ ও যুবলীগ নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে গাংনী থানায় মামলা দায়ের করেন।

এর মধ্যে একজন হোটেল ব্যবসায়ী, ছাত্র, প্রবাস ফেরত যুবক ছাড়াও বিভিন্ন শ্রেণী পেশার লোকজন রয়েছেন। অনেকেই অবস্থান করছেন ঢাকায়।

লিখিত বক্তব্যে আরো জানান, শরীফ হুজুরের বাড়িতে নিয়মিত জামায়াত শিবির ও বিএনপির গোপন বৈঠক চলে। এ ঘটনাকে ধামাচাপা দিতে তিনি এহেন মিথ্যা অভিযোগ দায়ের করেন।

এছঅড়াও মামলার তদন্তকারী সংস্থা পুলিশের তদন্ত ও গ্রেপ্তার নিয়েও নানা অভিযোগ উত্থাপন করেন। সেই সাথে মামলাটির পুনঃতদন্তের দাবী

জানানো হয়।

অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, ১নং ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সভাপতি রহিদুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক নিজাম উদ্দীন, গাংনী পৌরসভার সাবেক কাউনিসলর সামসুদ্দীন, মিজানুর রহমান, স্বেচ্ছা সেবকলীগের ওয়ার্ড সভাপতি আনিছুর রহমান ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যাক্তি।

শৈলকুপায় সংখ্যালঘু নির্যাতনের অভিযোগে সংবাদ সম্মেলন

ঝিনাইদহে শৈলকুপায় এক ইউপি চেয়ারম্যান ও যুবলীগ নেতার বিরুদ্ধে সংখ্যালঘু পরিবারকে অত্যাচার ও নির্যাতনের অভিযোগে সংবাদ সম্মেলন করেছে ভুক্তভোগী পরিবার।

শনিবার দুপুরে ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবে এই সংখ্যালঘু পরিবারের পক্ষে সংবাদ সম্মেলন করেন তন্ময় মজুমদার। তিনি শৈলকুপা উপজেলার বগুড়া গ্রামের তুষার কান্তি মজুমদারের ছেলে। সংবাদ সম্মেলনে চিন্ময় কুমার মজুমদার, তুষার কান্তি, অমলা রানী মজুমদার ও তাপসি মজুমদার উপস্থিত ছিলেন।

সংবাদ সম্মেলনে তন্ময় মজুমদার লিখিত বক্তব্যে উল্লেখ করেন, শৈলকুপা উপজেলার বগুড়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান শফিকুল ইসলাম শিমুলের নির্দেশে ২০২১ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি আমাকে ফরিদ মেম্বর ও মাহাতাব খা শ্রীপুর বাজারে ডেকে নিয়ে জোর পুর্বক স্ট্যম্পে স্বাক্ষর করিয়ে নেন। এ ঘটনায় আমার পিতা তুষার কান্তি মজুমদার নিজের প্রাণ রক্ষা ও শিমুলের হাত থেকে জমিজমা রক্ষার স্বার্থে আমার নামে মামলা করে জেলে পাঠিয়ে দেন। আমি ২০২১ সালের ১৫ মার্চ থেকে এ বছরের ২৬ সেপ্টম্বর পর্যন্ত কারাভোগ করি। কারাগারে থাকা অবস্থায় শিমুলের সন্ত্রাসী বাহিনী আমার পরিবারের উপর অকথ্য নির্যাতন ও অত্যাচার করতে থাকে। ২০২১ সালের ৫ জুলাই শিমুলের লোকজন বাড়িতে হামলা করেই ক্ষ্যন্ত হয়নি, মিথ্য মামলা দিয়ে হয়রানী করতে থাকে। তারা পুকরের মাছ ও গাছের নারিকেল লুটপাট করে।

তন্ময় অভিযোগ করেন, আলফাপুর রত্নহাট বগুড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে চল্লিশ শতক জমি দান করা হলেও দাতা সদস্য হিসেবে তার পিতার কোন নাম রাখেনি। লিখিত বক্তব্যে দাবী করা হয়, এলাকার আতিয়ার, লাল মিয়া, কামাল ও বিল্লাল আমাদের বেদখরকৃত জমি ফেরৎ দিবে বলে কথা দিলেও যুবলীগ নেতা শিমুলের কারণে জমি ফেরৎ দিচ্ছে না। এছাড়া দুইটি পুকুরের লীজের টাকাও তিনি দিচ্ছে না। তন্ময় মজুমদার শিমুল ও তার দলবলের হাত থেকে এই সংখ্যালঘু পরিবারকে রক্ষার জন্য স্থানীয় প্রশাসন ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হস্তেক্ষেপ কামনা করেছেন।

বিষয়টি নিয়ে ঝিনাইদহ জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহবায়ক ও শৈলকুপার বগুড়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান শফিকুল ইসলাম শিমুল তার বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, এ ঘটনার সঙ্গে আমি কোন ভাবেই সম্পৃক্ত নয়। রাজনীতি ও সামাজিক প্রতিহিংসার কারণে আমার বিরুদ্ধে সংবাদ সম্মেলন করা হয়েছে। তিনি বলেন, আমার ছবি ও রাজনৈতিক পদপদবী উল্লেখ করে সংবাদ সম্মেলনে যে মিথ্যাচার করা হয়েছে এটা নিন্দনীয় বলে মনে করি। আমি দুই পক্ষকে ডেকে একটি সমাধানের চেষ্টা করেছি। কিন্তু নানা প্রতিকুলতার কারণে বিষয়টি সমাধান সম্ভব হয়নি।

অপরদিকে তন্ময় মজুমদারের পরিবারের বিরুদ্ধে জমি বিক্রি নিয়ে নয়ছয় করার অভিযোগ আছে। তন্ময় মজুমদারের সংবাদ সম্মেলেন করার পরপরই তার প্রতিপক্ষ মাহাতাব খাঁ সংবাদ সম্মেলন করেন। তিনি দাবী করেন তন্ময় মজুদমার জমি বিক্রির জন্য অঙ্গিকারনামা সম্পাদন করলেও তিনি টাকা নিয়ে জমি দিচ্ছেন না। তন্ময় মজুমদার তাদের কাছ থেকে দুই লাখ আশি হাজার টাকায় জমি বিক্রির চুক্তি করে অগ্রিম দুই লাখ কুড়ি হাজার টাকা নগদ গ্রহন করেন। বাকী ষাট হাজার টাকা জমি রেজিষ্ট্রির সময় নিবেন বলে অঙ্গিকারনামায় উল্লেখ করেন। এদিকে মাহাতাব খাঁ যে অঙ্গিকারনামা সংবাদ সম্মেলনে প্রদর্শন করেন তাতে জমির পরিমান ২৯ শতকের স্থলে ৬৯ শতক লেখা হয়েছে।

এছাড়া অঙ্গিকার নামায় বেশকিছু ভুলভ্রান্তি নিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের মুখে পড়েন মাহতাব খা। সাংবাদিক সম্মেলনে আরও উপস্থি ছিলেন প্রতিবেশি শরিফুল ইসলাম, মুক্তার খা, মা রাজিয়া খাতুন ও নারজিনা খাতুন।

মেহেরপুর জেলা পরিষদে টেণ্ডার জমা দিতে বাঁধা নিয়ে সংবাদ সম্মেলন

মেহেরপুর জেলা পরিষদের গাছ বিক্রয়ের দরপত্র জমা দিতে বাঁধা দেওয়ার অভিযোগ তুলেছেন সংবাদ সম্মেলন করেছেন ভুক্তভোগীরা।

আজ বুধবার দুপুরে মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাবে উপস্থিত হয়ে গাংনী উপজেলা যুবলীগের যুগ্ম সম্পাদক ও জেলা পরিষদের সাবেক সদস্য মজিরুল ইসলাম সংবাদ সম্মেলনে এ অভিযোগ তোলেন।

সংবাদ সম্মেলনে মজিরুল ইসলাম অভিযোগ করে বলেন, আব্দুল লতিফের নামে আমি ও লতিফ দুজনেই টেণ্ডার জমা দিতে গিয়েছিলাম। এ কাজে ৫টি লট মিলে এক কোটি ৯ লাখ টাকা সিডি করেছি। কিন্তু সিডিউল জমা দিতে গেলে দূর্বৃত্ত তৌহিদ, নাসির, আয়ুবসহ কয়েকজন বাঁধা দেয় এবং ধস্তাধস্তি করে এবং সিডিউল জমা দিতে না পেরে ফিরে এসেছি।
তিনি অভিযোগ করে আরো বলেন, জেলা পরিষদের চেয়ারম্যানের কাছে গিয়েছিলাম তিনি কোন সমাধান দেননি। যখন শেষ সময় পর্যন্ত জমা দিতে না পেরে ডিডিএলজি মহোদয়ের নিকট অভিযোগ দিতে গেলে তিনি অভিযোগও নেননি।

এদিকে এ বিষয়ে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মীর আলিফ রেজা বলেছেন, পুলিশ সুপার কার্যালয়ের একজন দেরি করে গিয়ে সিডিউল জমা দিতে পারেননি এমন অভিযোগ পেয়েছি। তবে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় বা জেলা পরিষদে সিডিউল জমা দিতে পারেননি এমন কোন অভিযোগ পাননি।

তিনি আরো বলেন, পুলিশ সুপার কার্যালয় ও জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের টেণ্ডার বক্স থেকে কোন সিডিউল পাওয়া যায়নি। তবে জেলা পরিষদের টেণ্ডার বক্স থেকে ২ সেট সিডিউল পাওয়া গেছে। আগামী ২ জানুয়ারি মূল্যায়ন কমিটির সভা থেকে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত হবে। তার আগে কোন মন্তব্য করা যাচ্ছে না।

জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অ্যাড. আব্দুস সালাম মেহেরপুর প্রতিদিনকে বলেছিলেন, টেণ্ডার জমা দেওয়া নিয়ে কোন রকম ধস্তাধস্তি বা বাঁধা দেওয়ার ঘটনা ঘটেনি। তিনি পাল্টা অভিযোগ করে বলেন, নির্ধারিত সময়ের পরে টেণ্ডার ড্রপ করতে গিয়ে তারা জমা দিতে পারেনি বলে অভিযোগ পেয়েছি। তিনি বলেন, জেলা পরিষদ, জেলা প্রশাসকের কার্যালয় ও এসপি অফিসে ছিলো। কেউ যদি আওয়াজ দেয়, জমা দেব জমা দেব, আমাকে টাকা দেও। কিছু কাগজ নিয়ে যদি বলে আমাকে টাকা দাও, আমি কি কাউকে টাকা দেওয়ার ক্ষমতা রাখি? এসপি অফিসে বক্স ছিলো না উত্তরে তিনি বলেন ছিলো এবং স্বপক্ষে পুলিশ সুপার কার্যালয়ের একটি চিটিও দেখান। তিনি বলেন, আমি নতুন লোক, আমার গায়ে কাদা লাগানোর চেষ্টা চলছে।

জানা গেছে, মুজিবনগর-দর্শনা সড়কের ১৩৯টি ও মুজিবনগর ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের একটি মেহগনীসহ মোট ১৪০টি গাছের বিক্রয়ের দরপত্র জমা দেওয়ার শেষ সময় ছিলো গত ২০ ডিসেম্বর মঙ্গলবার দুপুর ১টা পর্যন্ত। এ কাজটি পাওয়ার জন্য ২৯ জনের নামে ১৮টি সিডিউল বিক্রি হয়। কিন্তু ১৮টির মধ্যে মাত্র ২টি সিডিউল জমা পড়ে।

গাংনীতে ঠিকাদার মিঠুর বিরুদ্ধে অ্যাসোসিয়েশন সংবাদ সম্মেলন

গাংনী উপজেলা এলজিইডির প্রকৌশলী ফয়সাল আহমেদকে গালিগালাজ ও সহকারি প্রকৌশলীকে লঞ্চিতের প্রতিবাদে ঠিকাদার দেলোয়ার হোসেন মিঠুর বিরুদ্ধে সংবাদ সম্মেলন করেছে গাংনী উপজেলা ঠিকাদার অ্যাসোসিয়েশন।

সোমবার দুপুরে ঠিকাদার মজিরুল ইসলামের অস্থায়ী কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলন করেন সংগঠনটি। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন ঠিকাদার আনিসুর রহমান।

লিখিত বক্তব্যে ঠিকাদার আনিসুর রহমান বলেন,গত ১১/১২/২০২২ ইং

তারিখে গাংনী উপজেলার মটমুড়া ইউনিয়নের বাওট গ্রামের ভ’মি অফিস নির্মাণ কাজের বিভিন্ন ত্রুটি সংশোধন করতে বলায় মেসার্স মিঠু এন্টার প্রাইজের স্বত্বাধীকারি দেলোয়ার হোসেন মিঠু উপজেলা এলজিইডি প্রকৌশলী ফয়সাল আহমেদ ও উপসহকারী প্রকৌশলী শহিদুল ইসলামকে লাঞ্চিত করে দেলোয়ার হোসেন মিঠু। পরবর্তীতে দেলোয়ার হোসেন মিঠু প্রকৌশলীসহ অফিসের বিভিন্ন কর্মচারিদের বিরুদ্ধে নানা মিথ্যা ও বানোয়াট কথা বলে সংসাদ সম্মেলন করে মিথ্যা তথ্য প্রকাশ করে। এতে গাংনীর সমস্ত ঠিকাদারেদর সুনাম নষ্ট করেছেন। আমরা তার তিব্র প্রতিবাদ জানায়। এছাড়াও এলজিইডি প্রকৌশলীকে আমরা কোন টাকা পার্সেন্ট প্রদান করিনা। তিনি সুনামের সাথে গাংনীতে দায়িত্ব পালন করে আসছেন।

তিনি আরও জানান, ঠিকাদার দেলোয়ার হোসেন মিঠু আমাদের অ্যাসোসিয়েশনের কাওকে না জানিয়ে সংগঠনের নিয়ম বহির্ভুত কাজ করেছে। তার কর্মকান্ডে আমরা সকল ঠিকাদারগন বিব্রত। দেলোয়ার হোসেন মিঠুর এই কর্মকান্ডের জন্য তার উপযুক্ত শাস্তি দাবী করেন সংগঠনের নেতৃবৃন্দরা। ঠিকাদার দেলোয়ার হোসেন মিঠুর কাজের অনিয়ম ও ত্রুটির বিভিন্ন চিত্র প্রদর্শন করেন ঠিকাদার অ্যাসোসিয়েশন।

সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ঠিকাদার অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক মকলেচুর রহমান, ঠিকাদার রবিউল ইসলাম,ঠিকাদার মজিরুল ইসলাম, ঠিকাদার সোলায়মানসহ অনেকে।

মেহেরপুর জেলা আইনজীবী সমিতির সাংবাদিক সম্মেলন

মেহেরপুরে আপত্তিকর ভিডিও ধারণ করে ব্ল্যাকমেইল করা চক্রের নারী সহ আটলান্টিকা হোটেলের মালিক ও তার ছেলে গ্রেফতার “মুল হোতা মেহেরপুরের চার সাংবাদিক ও এক আইনজীবী” শিরোনামে সংবাদ প্রকাশ হয় গত ১ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার।

প্রকাশিত ওই সংবাদের আংশিক উদ্দেশ্যে প্রণোদিত উল্লেখ করে গতকাল রবিবার দুপুর ২ টার সময় জেলা আইনজীবী ভবনে সংবাদ সম্মেলন করেন

জেলা আইনজীবী সমিতি।

সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য দেন সমিতির সভাপতি অ্যাড. মারুফ আহমেদ বিজন। এসময় তিনি বলেন, মেহেরপুর শহরের হোটেল আটলান্টিকা থেকে গ্রেফতারকৃত নারী ছন্দা, হোটেল মালিক মতিয়ার রহমান ও তার ছেলে মামুন গ্রেফতারের পর তাদের দেওয়া আদালতে ফৌ:কা:বি ১৬৪ ধারায় জবান বন্দী নিয়ে গত ১ ডিসেম্বর দৈনিক মেহেরপুর প্রতিদিনের প্রথম পাতায় ২য় ৩য় ও ৪র্থ কলামে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে।

প্রকাশিত ওই সংবাদে বলা হয়েছে গ্রেফতারকৃত আসামি ছন্দা খাতুন তার জবানবন্দীতে মেহেরপুরের চার সাংবাদিক ও জেলা আইনজীবী সমিতির নব নির্বাচিত সভাপতি অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান এই চক্রের মূল হোতা হিসেবে উল্লেখ করা হয়। কামরুল হাসান এবং সে ২৫ হাজার টাকা প্রদানসহ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন লোকজনের সাথে নারী সরবরাহের সাথে জড়িত। অপর আইনজীবী নিয়ামুল খানের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ তোলা হয়েছে। সংবাদে কিছু অংশ উদ্দেশ্যে প্রণোদিত আখ্যা দেওয়া হয়েছে। তিনি আরো বলেন, কামরুল হাসানকে মূল হোতা উল্লেখ করা হয়েছি। কিন্তু তিনি দাবী করেন, ১৬৪ ধারায় কামরুলকে ভিকটিম করা হয়েছে, হোতা করা হয়নি।

এসময় সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট জিল্লুর রহমান, অ্যাডভোটে রফিকুল ইসলাম ও সদ্য নির্বাচিত সভাপতি অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান উপস্থিত ছিলেন। এসময় মেহেরপুর প্রতিদিনের সম্পাদক ইয়াদুল মোমিন, মেহেরপুর জেলা প্রেসক্লাবে সভাপতি তোজাম্মেল আযম, সাধারণ সম্পাদক ও মেহেরপুর প্রতিদিনের ব্যবস্থাপনা সম্পাদক মাহাবুব চান্দু, মেহেরপুর প্রেসক্লাবের সভাপতি ফারুক হোসেন, সাধারণ সম্পাদক ফজলুল হক মন্টুসহ জেলার বিভিন্ন গনমাধ্যম কর্মিরা উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীতে প্রাক্তন সৈনিক

সংস্থার জমি মালিকানা দাবীতে সংবাদ সম্মেলন

মেহেরপুরের গাংনীতে প্রাক্তন সৈনিক সংস্থার কার্যালয়ের জমির মালিকানা নিয়ে চল রশ্মিটানাটানি। জমির মালিকা দাবী করে সংবাদ সম্মেলন করেছেন সাবেক সেনা সদস্য কাজিম উদ্দীনের বড় ছেলে মোঃ সেলিম রেজা। শনিবার দুপুরে বাঁশবাড়িয়ার সন্নিকটে স্থাপিত সৈনিক সংস্থার পুরাতন কার্যালয়ের সমনে সংবাদ সম্মেলন করেন। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন মোঃ সেলিম রেজা।

লিখিত বক্তব্যে জানান, গাংনীর বাশবাড়িয়াস্থ পৌর এলাকার পলাশীপাড়া সংস্থার প্রধান কার্যালয়ের পুর্বপার্শ্বে প্রাক্তন সৈনিক সংস্থা নামে একটি সংগঠন ছিল। যার সভাপতি ছিলেন আমার বাবা সাবেক সেনা সদস্য মোঃ কাজিম উদ্দীন। এ সংস্থার শুরুতে সদস্যদের মাসিক ৫০ টাকা চাঁদা সঞ্চয় করা হতো। ২০০১ সাল পর্যন্ত আনুমানিক ৫০/৬০ হাজার টাকা সঞ্চয় হয়। এই ৫০ হাজার টাকার সাথে আমার পিতা আরও ৫০ হাজার টাকা ধার হিসেবে দিয়ে এই জমিটি ক্রয় করেন। যা সংস্থার নামে রেজিস্ট্রি হয়।

পরবর্তীতে ২০০৩/২০০৪ সালের দিকে সংস্থার কার্যক্রম অকার্যকর হয়ে পড়ে। সদস্যদের অনেকে সংগঠন থেকে নিজেকে সরিয়ে নেয়। ধারের টাকা ফেরত পেতে আমার পিতা বিপাকে পড়েন। এমন পরিস্থিতিতে সংস্থার এই জমি বিক্রি করে আমার বাবার ধারের টাকা ও সদস্যদের সঞ্চয় ফেরত এবং সংস্থার উন্নয়নের সিদ্ধান্ত হয়। জমি বিক্রি করে একটি ভাড়া বাসায় সংস্থার কার্যক্রম চালু রাখার কথা ছিল।

এমন পরিস্থিতিতে অনেক সদস্য তাদের জমানো সঞ্চয় ফেরত চাইতে থাকে। এক পর্যায়ে আমার পিতার কাছে জমিটি বিক্রি করে দেয় সংস্থার সদস্যরা। কিন্তু আমার পিতার টাকা না থাকায় জমিটি অন্য জায়গায় বিক্রি করার চেষ্টা করা হয়েছিল। সংস্থার সদস্যদের সিদ্ধান্তে শেষ পর্যন্ত আমার পিতা জমি কিনতে বাধ্য হন। কিছু সদস্যদের অনিহার কারণে সংস্থার কার্যক্রম মুখ থুবড়ে পড়ে।

পরবর্তীতে আমার পিতা অনেক চেষ্টা করে সদস্যদের টাকা ফেরত দিতে থাকেন। এর মধ্যে সাবেক সেনা সদস্য আতোর আলী, জিহাদ আলী, জিল্লুর রহমান, মোকাদ্দেস আলী, আব্দুস সুবহান, বিল্লাল হোসেন,

মোকলেছুর রহমান, আব্দুল মালেক, আল ফারুক, হাজী ইসরাফিল, রবিউল ইসলামসহ প্রায় সকল সদস্য তাদের জমাকৃত সঞ্চয় ও লাভ সহ গ্রহণ করেন। যার প্রমাণপত্র আমাদের কাছে রয়েছে।

২০০৫ সাল থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে সদস্যদের টাকা পরিশোধ করে ২০১৮ সালে জমি রেজিস্ট্রি করা হয়। ২০০৫ সালে যখন তারা জমি বিক্রি করে দেয় তখন থেকে অদ্যবধি জমিটি আমাদের দখলে রয়েছে। আমাদের পরিবেশক ব্যবসার পণ্য এখানে রাখা হয়। এটি গোডাউন এবং ব্যবসায়িক কাজে ব্যবহার হয়। সংস্থার সভাপতি হিসেবে আমার পিতা কাজিম উদ্দীন জমি রেজিস্ট্রি দেন আমার মায়ের নামে। মায়ের নামে দেওয়ার কারণ ছিল- আমার মায়ের নামীয় তেরাইল কলেজের সামনে এক বিঘা জমি বিক্রয় করে এই জমি কেনা হয়েছিল। সাবেক সেনা সদস্য জিহাদ আলী প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়ে জমি বিক্রি করিয়ে এই জমি ক্রয় করান।

আমার পিতা সাবেক সেনা সদস্য কাজিম উদ্দীন একজন সহজ, সরল ও সৎ মানুষ। তার সম্পর্কে সকলেই অবগত। একজন সহজ সরল মানুষের মাথার উপর সমিতির সঞ্চয় চাপিয়ে দিয়ে তাকে জমি ক্রয় করতে বাধ্য করা হয়েছিল। সাবেক সেনা সদস্য জিহাদ আলীসহ যারা এই কাজটি করতে বাধ্য করেছিলেন তাদের কয়েকজন আজ আবার জমি নিয়ে দৌড়ঝাপ করছে যা খুবই দুঃখজনক। একটি জমি ১৭ বছর আগে বিক্রি করে আবার কিভাবে সেই জমি তারা দাবি করেন। বিষয়টি অত্যান্ত দুঃখজনক।

বৈধভাবে জমি ক্রয় করে তার খারিজ খাজনা দিয়ে আসছি। দীর্ঘ দিন ধরে আমাদের দখলে রয়েছে। তাই যারা বেআইনীভাবে এখন সাইনবোর্ড টাঙ্গানোর চেষ্টা করছেন ।

এদিকে প্রাক্তন সৈনিক সংস্থার অনেকেই নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, এটি একটি সংগঠনের জমি। যেখানে একটি অফিস রয়েছে এবং আমরা যারা প্রাক্তন সৈনিক রয়েছি তারা সাংগঠনিক কার্যকলাপ এখানে বসেই করি। সংগঠনের একটি কার্যালয় বিক্রি করে খেতে হবে এমন অভাবগ্রস্থ মানুষ আমরা নই। বরং কিছু ভুয়া কাগজপত্র তৈরী করে কার্যালয়ের জমি ও ঘর নিজের বলে দাবী করছেন। তিনি আরো বলেন আমাদের স্বাক্ষর জালিয়াতি করা হয়েছে। আমরা আইনগত ভাবেই এর জবাব দেব।

কোটচাঁদপুরে মিথ্যা মামলা ও সংবাদের প্রতিবাদে ভুক্তভোগীদের সংবাদ সম্মেলন

জমিজমা নিয়ে দীর্ঘদিনের গোলযোগ চলছিল ভাইয়ে ভাইয়ে। সম্প্রতি ওই বিষয় নিয়ে হাতাহাতি ও ধাক্কাধাক্কির সময় হাত কেটে যায় সামাদের। বিষয়টি নিয়ে থানায় মামলা করেছেন সে,পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে সংবাদও।

এর প্রতিবাদে শনিবার সকালে কোটচাঁদপুর রিপোটার্স ইউনিটিতে সংবাদ সম্মেলন করেছেন আরেক ভাই আব্দুস সাত্তার। এ সময় উপস্থিত ছিলেন, সাত্তারের ছেলে জাহিদ হোসেন ও ভাইপো কামাল হোসেন ।

সংবাদ সম্মেলন লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন সাবেক ইউপি সদস্য আব্দুস সাত্তার। তিনি বলেন,কোটচাঁদপুর উপজেলার সিঙ্গিয়া গ্রাম। এ গ্রামের ৪০ নাম্বার সিঙ্গিয়া মৌজার, ২৩০ নাম্বার দাগের,৭৯০ খতিয়ানের ৯৪ শতক জমির মধ্যে ১১ শতক জমি নিয়ে এ গোলযোগ আব্দুস সামাদের সঙ্গে। দীর্ঘদিন ধরে চলছে এ বিরোধ উভয়ের মধ্যে। বিষয়টি নিয়ে মিমাংশার চেষ্টাও করেছেন স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ও থানা সংশ্লিষ্টরা। এছাড়া উভয় পক্ষ আদালতে বেশ কয়েক মামলাও করা হয়। এরমধ্যে সবকয়টির রায়ও আমার পক্ষে। এরপরও তারা জমি দখল না দিয়ে, বিভিন্ন তাল বাহানা করে চলেছে।

এর ধারাবাহিকতায় গেল ৪ -১১-২২ তারিখে ওই বিবাদোমান জমিতে দখল নিতে বিভিন্ন রকম কাজ কর্ম করার চেষ্টা করে। এ সময় তাতে বাধা দিলে উভয়ের মধ্যে হাতাহাতি ও ধাক্কাধাক্কির ঘটনা ঘটে। ওই সময় তাঁর হাতে থাকা ধারাল দায়ে হাত কেটে যায়। সামাদ ওই ঘটনাটি পুজি করে মিথ্যা মামলা করেছেন থানায়। এ ছাড়া মামলায় জিততে সাংবাদিকদের কাছে মিথ্যা তথ্য দিয়ে পত্রিকায় সংবাদও প্রকাশ করিয়েছেন। ওই সংবাদে বলা হয়েছে, আমি তাকে দা দিয়ে কুপিয়ে আহত করেছি। যা আদোও সত্য না।

আমি ওঘটনার তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি। সাথে সাথে পত্রিকায় যে মিথ্যা, ভিত্তিহীন সংবাদ প্রকাশ করিয়েছেন,তাঁর প্রতিবাদ জানাচ্ছি সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে। এ ছাড়া সুষ্ট তদন্তপূর্বক ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তাব্যক্তিদের আশুহস্তক্ষেপ কামনা

□□□□□